[শ্রাদ্ধবাসরে বন্ধুগণমধ্যে বিতরণ জন্য]   [পুনর্মুদ্রিত]

স্বর্গীয়

গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুরের

আত্মচরিত

শ্রীসুকুমার ঘোষ, বি-এ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।
C/O রায় যামিনীমোহন ঘোষ, বাহাদুর
ডেপুটী কালেক্টর, আলীপুর।

আষাঢ়, ১৩৪০

১৬নং টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর,
কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অবতরণিকা

স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে আত্মচরিত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত এই আত্মচরিত পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। যে সময় তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন, সে সময় তিনি শয্যাশায়ী, তখন মৃত্যুর কালছায়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। নিজের জীবনালেখ্য লিখিবার ইহা উপযুক্ত সময় নহে; এ অবস্থায় কেহই এরূপ ব্রত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। মৃত্যুশয্যা আলিঙ্গন করিয়াও গঙ্গাধর বাবু যে তাঁহার "আত্মচরিত" লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

"আত্মচরিতে" কেহই গঙ্গাধর বাবুর গুণগরিমার পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার গুণের কোন কথাই ইহাতে নাই। গঙ্গাধর বাবু আত্ম-প্রশংসা কীর্ত্তন সুরুচিবিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন; এই জন্যই গঙ্গাধর বাবু তাঁহার গুণাবলী বর্জ্জন করিয়া "আত্মচরিত" লিখিয়াছেন।

বাস্তবিক গঙ্গাধর বাবু যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার অন্তিম সময়ের কয়েকটী কথা চারুমিহির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাইবেন। গঙ্গাধর বাবু তাঁহার সদ্গুণরাশি জনসমাজ হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন; অতি অল্প লোকেই সেই সকল গুণের কথা জানিতেন। কেহ তাঁহার জীবনের সকল কথা লিপিবদ্ধ এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া একখানা জীবনচরিত লিখিলে পাঠকের প্রীতিকর

হইবে। যিনি অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায়ে আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, নিজ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, জনসমাজের চক্ষুর অন্তরালে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতেন, তাঁহার চরিত-কথা নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ হইবে। আশা করি, গঙ্গাধর বাবুর যোগ্য পুত্রগণ মধ্যে কেহ তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিয়া জনসমাজে তাঁহার গুণের মর্য্যাদা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সোম,

চারুমিহির সম্পাদক।



স্বর্গীয় গঙ্গাধর সোম ঠাকুর

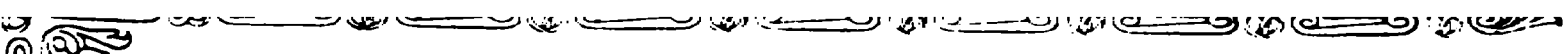


স্বর্গীয়া পূর্ণলক্ষ্মী দেবী

হইবে। যিনি অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায়ে আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, নিজ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, জনসমাজের চক্ষুর অন্তরালে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতেন, তাঁহার চরিত-কথা নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ হইবে। আশা করি, গঙ্গাধর বাবুর যোগ্য পুত্রগণ মধ্যে কেহ তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিয়া জনসমাজে তাঁহার গুণের মর্য্যাদা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সোম,

চারুমিহির সম্পাদক।





স্বৰ্গীয় গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুর



স্বৰ্গীয়া পূর্ণলক্ষ্মী দেবী

স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুরের আত্মচরিত

বঙ্গজ কায়স্থ জাতির মধ্যে কার্ণ্য ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ কুলীন চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছয়কড়ির পুত্র কামদেব ঘোষকে যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্য যশোহর নিয়া কায়স্থ সমাজ স্থাপন করেন (১)। এই

(১) "বসন্ত রায় যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণকে বিত্তদান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারাই যশোহর সমাজভুক্ত কুলীনগণের আদি পুরুষ। পশ্চাৎ তাঁহাদের বংশধরগণের নানাস্থানে বাস পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে"—বঙ্গীয় সমাজ ১৬৯ পৃঃ। মহাত্মা ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত "কায়স্থ কারিকা" গ্রন্থে এই সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ—

ছকড়ী কুলীন শ্রেষ্ঠো নবগুণৈস্ত সংযুতঃ।
মহাকুলমাপ্নোতি চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
পুত্রদ্বয়ঞ্চ তত্রৈব মধুকামৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
যথা দিবাকর তেজো নির্ম্মলং কুলমস্য চ॥
তথা মধুকুলীনশ্চ নবভির্গুণৈর্যুতঃ।
দ্বারকায়াং কামদেবঃ শ্রীকৃষ্ণ তনয়ো যথা॥
তৎসমঃ কামঘোষশ্চ কুলীনেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
চন্দ্রদ্বীপং পরিত্যজ্য পরিবার সমন্বিতঃ॥
যশরে কামঘোষশ্চ মধু বিক্রমমাযযৌ।
কামস্য পুত্র একশ্চ রত্নাকরো গুণান্বিতঃ॥

ইহার ভাবার্থ ঃ—ছকড়ি শ্রেষ্ঠ কুলীন, নবগুণ সম্পন্ন, মহাকুলযুক্ত ও চন্দ্রদ্বীপ বাসী। তাহার দুই পুত্র মধু ও কামদেব। দিবাকরের

কামদের ঘোষের পৌত্র রঘুনাথ ঘোষ ঠাকুর ছিলেন; যশোহরে তিনি বাস করিতেন (১)। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ও বিচক্ষণ লোক

তেজ যেরূপ নির্ম্মল তদ্রূপ মধুঘোষের কুল নির্ম্মল। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্র যেরূপ কুলীন তদ্রূপ কামদেবও কুলীন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। পরিবার সহ কাম ঘোষ চন্দ্রদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশোহরে এবং মধু বিক্রমপুরে বাস করেন। কামদেবের পুত্র রত্নাকর।

(১) অযোধ্যায়াং দশরথঃ কুলাংশে কুলনায়কঃ।
রত্নাকর স্তথাজ্ঞেয়ো রঘুনাথশ্চ তৎসুতঃ॥
রঘুরেব রঘুজ্ঞেয়ো রত্নাকর সমুদ্ভবঃ।
তদ্বীপধরণী ধন্যা যত্র তত্র স্থিতো রঘুঃ॥
কুলীনঞ্চ বিজানীয়াৎ নবভির্গুণৈর্যুতং।
তথৈব রঘুনাথশ্চ কুলীনঃ কুলতিলকঃ॥
কুলীনস্তৎ সমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
গুণে বাসব সমো রূপে কন্দর্প সন্নিভঃ॥
মানে চ কৌরবঃ সাক্ষাৎ দানে কর্ণ সমোঽভবৎ।
সরস্বতী সমা বিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥
বৃহস্পতি সমো বাগ্মী জ্ঞানে চ শঙ্কর যথা।
যুদ্ধে অর্জ্জুন তুল্যশ্চ বিচারে রাঘবোপমঃ॥
বিভীষণ সমো মন্ত্রী সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বরঃ।
দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রিত্বং তথা তেন স্বলভ্যতে॥
সন্তান সন্ততিস্তস্য যত্র যত্র বসেদ্‌ধ্রুবং।
তত্র তত্র কুলং তেষাং পতনং নহি বিদ্যতে॥

কায়স্থ কারিকা

ইহার ভাবার্থ:—রঘুনাথ রত্নাকরের পুত্র। তিনি কুলীন নবগুণ

ছিলেন ও পার্শি ভাষাতে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দিল্লীর বাদসাহের দরবারে উচ্চপদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, অনেক দিন ক্ষমতার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। রাজা মানসিংহের সময় যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত লাঞ্ছিত হইয়া কাশীধামে কয়েদী অবস্থায় মৃত্যু হয় ইহা ইতিহাসাদি গ্রন্থে অনেকেই অবগত আছেন ; সেই সময় ঐ দেশে রাজবিপ্লব হয় এবং রঘুনাথ ঘোষঠাকুরের মৃত্যু হওয়াতে তৎপুত্র বাণীনাথ ও জগন্নাথ ঘোষঠাকুর (৩) নিরুপায় হইয়া যশোহর ছাড়িয়া

সম্পন্ন ও কুলতিলক। তত্তুল্য কুলীন হয় নাই বা হইবে না। তিনি কন্দর্প তুল্য রূপবান, বাসব সদৃশ গুণবান, কৌরব সদৃশ মহামানী, কর্ণ সম দানশীল, সরস্বতী তুল্য বিদ্বান্, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বৃহস্পতি তুল্য বাগ্মী, শঙ্কর সদৃশ জ্ঞানবান্, অর্জ্জুন তুল্য যোদ্ধা রাঘব সদৃশ বিচারক, বিভীষণ তুল্য মন্ত্রী এবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ তিনি দিল্লীশ্বরের মন্ত্রীত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সন্তানগণ যে যে স্থানে বসবাস করিয়াছেন সেই সেই স্থানে তাহাদিগের কুলের অধোগতি হয় নাই।

রঘুনাথ দিল্লীতে অত্যন্ত পীড়িত হন। দিল্লীতে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াও পীড়ার কোন উপশম না হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া কতকদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নীও চিরপ্রথানুযায়ী পতির সহমরণে গমন করেন।

(৩) বাণীনাথজগন্নাথৌ রঘুনাথস্য আত্মজৌ।
রাজবিপ্লবনে নৈব বাজুদেশ সমাগতৌ॥

কায়স্থ কারিকা।

ইহার ভাবার্থ :—বাণীনাথ ও জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র। রাজবিপ্লবে বাজুদেশে গমন করেন।

বাজু প্রদেশে আগমন করেন। তখন কাগমারীর জমিদার যাদবেন্দ্র রায় তাঁহার কন্যাকে উক্ত জগন্নাথ ঘোষের সহিত বিবাহ দেন, ও প্রথমে ঘোষপুরে ও পরে আদাজান গ্রামে (১) তাঁহাদের বাড়ী করিয়া দিয়া স্থাপন

সরকার বাজুহা সরকার বরবাকাবাদ হইতে ব্রহ্মপুত্র 'নদ' পার হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশ লইয়া ঢাকা সহরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাজু পারস্য শব্দ, বাহু বা ডানা জ্ঞাপক ; এই সরকারের সমুদায় পরগণার নামেরই শেষে বাজু শব্দ যুক্ত—*Blochmann's Geography and History of Bengal.*

(১) বাজু সমাজ বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমা ও ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা বিস্তৃত। আদাজানের ঘোষ বংশ পত্রিকায় এই বিষয়ের যে বর্ণনা পদ্যে লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"যশোর নগরে বাস ভাই দুইজন।
পিতামাতা হীন হয়ে উৎকণ্ঠিত মন॥
রাজবিপ্লবনে ছিন্ন ভিন্ন হলো দেশ।
বাণীনাথ জগন্নাথ চিন্তিয়া অশেষ॥
যশোর ত্যজিয়া দোঁহে চলে বাজুদেশ।
আমডালা নগরেতে করিল প্রবেশ॥
তথাকার অধিকারী ছিল কর বংশ।
ধর্ম্মলেশ নাহি তার বড়ই নৃশংস॥
পরিচয় দোঁহাকার পেয়ে সেই কর।
যতনে রাখিল নিয়া আপনার ঘর॥
মনে মনে বিচারিয়া বলে সেই কর।
ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রভাগে যুড়ি দুই কর॥

করেন ; এবং প্রায় ২৭ খানি মৌজা যৌতুকস্বরূপ তালুক দেন, তৎপর জগন্নাথ ঘোষঠাকুরের অনেক সন্তানাদি হয়।

মোর ঘরে দুই কন্যা আছে সুলক্ষণা।
তাদিগেরে পরিণয় কর দুইজনা॥
হলো দোঁহে অস্বীকার, ক্রোধে জ্বলে দুরাচার,
বলে কর শুন মোর বাণী।
যদি বিয়ে না করিবে, তার প্রতিফল পাবে,
পদ্মানদী মধ্যে যাবে প্রাণী॥
দুই ভাই হয়ে ব্যস্ত, পলায়ন করে ত্রস্ত,
ধৃত হলো বাণীনাথ ঘোষ।
কহে কর ধীবরেরে, ছালাতে ভরিয়া এরে,
পদ্মাতে ডুবালে নাহি দোষ॥
নাবিকেরা অতঃপরে, বাণীনাথে ধরি করে,
ত্বরা ভরি ছালার ভিতর।
ত্বরিতে তাঁহাকে নিয়ে, চলে পদ্মানদী বেয়ে,
মধ্যে নিল হইয়ে সত্বর।
বলে শুন মহাশয়, বিয়ে কল্লে প্রাণ রয়,
নহেত পদ্মায় ডুবাইব।
ভাবে বাণী মনে মন, করিয়াছি এই পণ,
মরি তবু বিয়ে না করিব।
মেরি ভাই জগন্নাথ, না মিল্ সেই করকি স্যাৎ,
বেটা বেটিকো না দিবে গা বিয়া।
যব্ তক্ য়হে ওস্কিবংশ, না করে ইয়া কৌল ধ্বংস,
বাণীনাথ পদ্মায়ে রহা গিয়া॥

এই জগন্নাথ ঘোষঠাকুরের বংশধরগণ মধ্যে জয়নাথ ঘোষ-ঠাকুর মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুনের আমলে দেওয়ান ছিলেন।

ধীবরেরা এতশুনি, পাপ তাপ নাহি গণি,
ডুবাইল পদ্মায় আমার।
জগন্নাথ শুনি মুগ্ধ, হলো শোকানলে দগ্ধ,
প্রেতকার্য্য করিল তাহার ॥

আবুল ফজল লিখিত আকবর নামায় দেখা যায় যে তৎকালে বঙ্গের অধিকাংশ জমিদারই কায়স্থ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ইছলাম খাঁর বঙ্গ-বিজয় অভিযানে বাজু অঞ্চলের স্বাধীন কায়স্থ জমিদারগণ ইছামতী তীরে পরাজিত হন।

জগন্নাথ পলাইয়া গিয়া কাগমারী পরগণার বাফলা গ্রামে উপস্থিত হন। তথাকার জমিদার যাদবেন্দ্র গুহরায় (বর্ত্তমান সন্তোষের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) জগন্নাথের পরিচয় পাইয়া জগন্নাথের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন এবং বাফলাদিগর (২৭ খানি গ্রাম) যৌতুক দেন। কিন্তু জগন্নাথ শ্বশুরগৃহে বাস করা শ্রেয় মনে না করিয়া আদাজান গ্রামে আসিয়া বাস করেন। যাদবেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইনাতুল্ল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করেন এবং ভগিনীপতির যৌতুক সম্পত্তির জন্য খাজানা দাবী করেন। ইহাতে জগন্নাথ অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি বাফলাদিগর কাড়িয়া নেন। যৌতুক সম্পত্তির কর দিব না এই স্বীয়মত রক্ষা কল্লে বিশাল সম্পত্তি (যাহার বর্ত্তমান আয় একলক্ষ টাকার উপর) ত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করেন।

"যবনোদ্ধনিবারশ্চ বিত্তং মে হরতে বলাৎ।
বৃদ্ধোঽক্ষমশ্চৈব পুত্রা অপিচ বালকাঃ ॥

তিনি অত্যন্ত ব্যয়শীল ছিলেন (৪)। এই বংশের অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক নবাব বাদসাহের সময় ও তৎপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে বড় বড় পদের সরকারী কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের

যাদবেন্দ্র বিহীনেয়ং বাফলা নিষ্কলা গতা।
অতএব ক্ক গচ্ছামি সহায়ো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥"

অতঃপর ইন্দ্রনারায়ণ ভগিনীর অনুরোধে তাঁহার বাসগ্রাম আদাজান নিষ্কর করিয়া দেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রাম যমুনা গর্ভে বিলীন হয়।

(৪) স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিক মহাশয়ের 'কায়স্থ বংশাবলী' অবলম্বনে মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন আমলে জয়নাথ ঘোষ ঠাকুর কার্য্য করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব বাবরজা ও আলীজার সময়ে নবাব সরকারে নিম্নকর্ম্মচারী হইতে ছত্রিশ কারখানার সেরেস্তদারী পদে ও তৎপরে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মুর্শিদাবাদের সাহানগরে, পিতা বিশ্বনাথের নামে এক শিব-লিঙ্গ এবং মাতা সর্ব্বমঙ্গলার নামে এক কালী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তাহা বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে। তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হন এবং তাঁহার জামাতা গঙ্গাধর রায়কে রাজা উপাধি দিতে অনুরোধ করেন। লোকসমাজে তিনি "লালা জয়নাথ ঘোষ ঠাকুর"—বলিয়া পরিচিত। হুমায়ুন জা রাজা গঙ্গাধরকে পদচ্যুত করেন।

"Nawab Walah Jah's son Nwaab Syad Mubaracali Khan Bahadur Humayun Jah at the age of fouteen ascended the Nizamat throne in succession of his father. * * * * When he attained his majority and took the management of his offices into his own hands, his first act was to dismiss Raja Gangadhar from the Nizamat Dewanship" (*History of Moorshidabad by Major Walsh.*)

পদগৌরবে এই বংশের ব্যক্তিগণ ধনে মানে সম্মানে (১) নিতান্ত উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই বংশের বড় বড় লোকের কীর্ত্তি সমুদায় বর্ত্তমান আছে। মুর্শিদাবাদে দোতালা দালানের উপরে ঈশ্বরী কালীমাতা স্থাপিতা আছেন, তাঁহার সেবাপূজা নির্ব্বাহের জন্য জয়নাথ ঘোষ উপযুক্ত সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের ঘোষপুর ও আদাজানের পাকাবাড়ী ও দীঘি পুষ্করিণী এবং যৌতুকপ্রাপ্ত তালুকাদি যমুনা নদীতে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে ইঁহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে বাড়ী করেন। উক্ত জগন্নাথ-ঘোষ ঠাকুরের পুত্র রমানাথ প্রকাশ শ্যামবল্লভ ঘোষঠাকুরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সদাশিব ঘোষঠাকুরের পৌত্র আমি গঙ্গাধর ঘোষ।

আমার পিতা ৺কালীভৈরব ঘোষ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ৺গৌরমোহন ঘোষ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ৺জগমোহন ঘোষ ছিলেন। জগমোহন ঘোষ ঠাকুর ক্রোক সরবরাহকার ছিলেন, তাঁহার অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয়। ৺কালীভৈরব ঘোষঠাকুর মহাশয় ওকালতী কার্য্য করেন, কিয়ৎদিন পরে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হওয়াতে ঐ কার্য্য করিতে অক্ষম হন। বাড়ীতে আসিয়া নানা ব্যক্তির মহালাদি ইজারা লইয়া সেই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গৌরমোহন ঘোষঠাকুর মহাশয় ময়মনসিংহ জেলাতে দীর্ঘকাল সরকারী ওকালতী কার্য্য করিয়াছেন। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন।

---

(১) এই বংশের রূপনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "দুর্গামঙ্গল" গ্রন্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আদৃত। রূপনারায়ণের বংশধর প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক ১২৩৫ সনে হস্ত লিখিত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

উভয় ভ্রাতা একান্নভুক্ত এজমালী থাকেন ও আদাজানের বাড়ী নদীভগ্ন হইলে আড়রা গ্রামে বাড়ী করেন, তৎসময় বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন হয়। প্রথমে উভয় মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও পরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। যাঁহার অর্জ্জিত যে ভূসম্পত্তি ছিল, তিনি তাহাই লইয়া পরস্পর পৃথকান্ন ছিলেন। গৌরমোহন ঘোষ ঠাকুরের বহু ভূসম্পত্তি, বহু অর্থ ও পাকা বাড়ীঘর রাখিয়া মৃত্যু হইলে সে সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ প্রাপ্ত হইয়া বড় লোকের ন্যায় চলিতেন।

কালীভৈরব ঘোষ ঠাকুরের সম্পত্তির আয় অল্প। তাঁহার ঔরসজাত আমি (১) সপ্তম পুত্র। আমি ও অন্য দশটী সহোদর ছিলাম। পিতা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়, এবং ছয় সহোদর বর্ত্তমান ছিলাম, পরে আরও দুই জনের অবিবাহিত অবস্থায় অভাব হওয়াতে চারিজন সহোদর ছিলাম (২)। তৎপর অন্য সকলেরই সন্তান সন্ততি রাখিয়া মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণ সহোদরগণ মধ্যে আমি একাকী এতক বর্ত্তমান আছি। আমাদের মাতা থাকা পর্য্যন্ত এই চারি সহোদর বহুদিন পর্য্যন্ত একান্নেই ছিলাম, পরে পৃথক্ পৃথক্ হই। আমি বর্ত্তমান আছি বটে, বিষহীন সর্পের ন্যায় অক্ষম অবস্থায় আছি।

---

(১) বাঙ্গালা ১২৪৩ সনের ৫ই চৈত্র তারিখ শুক্লা একাদশী তিথিতে টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আড়রা গ্রামে স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয়ের জন্ম হয়।

(২) ৺কালীভৈরব ঘোষ ঠাকুরের এগার পুত্র যথা—রাজমোহন, ললিতমোহন, মদনমোহন, কৃষ্ণমোহন, মহেশচন্দ্র, সারদামোহন, গঙ্গাধর, বিদ্যাধর, রামচন্দ্র, একজনের নামকরণের পূর্ব্বে মৃত্যু ও শিবচন্দ্র। ইহাদের মধ্যে, শেষে মদনমোহন, সারদামোহন, গঙ্গাধর ও বিদ্যাধর জীবিত ছিলেন।

আমার পিতা অন্ধ অবস্থায় বাড়ীতেই বাস করিতেন ও নিজ বিষয়াদির উপস্বত্ব যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিলেও তাঁহার পুত্রগণের উপযুক্ত শিক্ষার বিষয়ে ব্যয় সঙ্কুল করিতে সমর্থ হইতেন না। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় ময়মনসিংহ ৺গৌরমোহন ঘোষ জ্যেঠা মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া কিছু কিছু লিখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন। আমাকে কোন্ স্থানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাখিবেন আমার পিতামাতা তাহার জন্য ব্যস্ত ছিলেন; সর্ব্বত্রই টাকার দরকার, একবার মাতার খুড়তাত ভ্রাতাগণ (যাঁহারা রঙ্গপুর ও ভোটমারী চাকুরী করিতেন) সেখানে তাহাদের সঙ্গে পাঠানের জন্য উদ্যোগী হন ও রওনা হই। কিন্তু পথিমধ্যে জ্বর ও রুগ্ন হওয়াতে বাড়ী ফিরিয়া আসি। পরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহন ঘোষ, যিনি চাকুরী করার উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পরবৎসর আমি ময়মনসিংহ জেঠামহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসি। আমি বাড়ী থাকা সময় পিতা মহাশয় আমার ও ভ্রাতাগণের লিখাপড়া শিক্ষার জন্য একটী সরকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট বাঙ্গালা লিখাপড়া কিছু শিক্ষা করিয়াছি। তৎপর ময়মনসিংহ আইসার পর গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ পাঠশালায় (হার্ডিঞ্জ স্কুলে (১), যেখানে ছাত্রের মাসিক বেতন ৵০ আনা মাত্র ছিল) আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুরব্বি থাকিয়া ভর্ত্তি করাইয়া দেন। সেই সময় পার্শি লিখাপড়া আদালত কালেক্টরীতে অনেক ব্যবহার ছিল এবং পার্শি লিখাপড়ার খরচ লাগিত না। কেবল মৌলবী প্রভৃতির

---

(১) গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ তেরটী জেলার সদর ষ্টেশনে তেরটী স্কুল স্থাপন করেন, তাহা হার্ডিঞ্জ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুল গৃহে এক্ষণ ডিষ্ট্রিক্ট ইন্স্পেক্টার আফিস অবস্থিত।

নিকট গরজ করিয়া পড়িলেই পড়া হইত। আমি মৌলবীর নিকট ও যখন যিনি পড়াইতে ভাল বাসিতেন তাঁহাদের নিকট পার্শি লিখাপড়া শিক্ষা করিতাম এবং বাঙ্গালা পাঠশালায় বাঙ্গালা, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য, হিতোপদেশ, অঙ্ক ইত্যাদি সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই পড়িতাম। পার্শি নানাব্যক্তির নিকট পাঠ লইতে হইত ও বিশেষ অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া খোসামুদী জানাইয়া পড়া বুঝিতে হইত ও শিক্ষা লইতে হইত। দেশের অবস্থা দেখিয়া পার্শি পড়িতাম। সেই সময় দেশের অধিকাংশ বালুক ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিত, সেই জন্য তাহাতেই আমার বেশী রুচি ছিল। আমার অন্য একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরেজী পড়িত তাহার খরচ চলাই কঠিন ছিল; সুতরাং খরচের অভাবে আমার ইংরেজী স্কুলে পড়া হইত না, প্রাইভেটরূপে ইহার উহার নিকট পড়া লইতাম। কিছু কিছু ইংরেজী বই শিক্ষা করিতাম কিন্তু প্রতিদিন মুরব্বির ও মৌলবীর তাড়নায় পার্শি শিক্ষা না করিলেই হইত না। পার্শির কয়েকখানি বই পড়াতে একরূপ সংস্কার হইয়াছিল, প্রাইভেটরূপে ইংরেজী ইংরেজীস্কুলের ছাত্রদের নিকট পড়িতে হইত। স্কুলে কিছু ইংরেজী পড়িবার জন্য মত প্রকাশ করাতে ব্যয় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মুরব্বী মহাশয়েরা তাহাতে অস্বীকার করিলেন; কাজেই ২।৪ খানা বই প্রাইভেট রকমের কিছু কিছু পড়া হইল এই মাত্র। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় কাতর হওয়াতে তাঁহাকে প্রথমতঃ ঢাকা ও সেখানে ভাল ডাক্তার না থাকাতে ময়মনসিংহে নৌকাযোগে আনিয়া চিকিৎসা করাইলাম; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজয়াদশমীর দিন পিতাঠাকুর মহাশয় পরলোকগমন করেন।

আমি উপরোক্ত বাঙ্গালা পাঠশালায় যে বাঙ্গালা পাঠ করিতাম

তাহাতে একরকম রুচি ছিল। সে সময় শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর (১) রবিন্‌সন সাহেব এখানে আসিলেন, তিনি আমার ও অন্যান্য বালকদের পড়ার পরীক্ষা করিলেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইয়াছে বলিয়া আমাকে ভাল সার্টিফিকেট দিলেন। কিয়ৎদিন পরে ডিরেক্টর সাহেবের (২) মঞ্জুরি মতে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন আমাকে উক্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকপদে সামান্য বেতনে ১৮৫৬ সনের ১লা মে তারিখে নিযুক্ত করিলেন (৩)। এই সামান্য বঙ্গ পাঠশালায় আমি অল্প বেতনে সামান্য শিক্ষকের কার্য্য করিলেও আমার

(১) আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর।

(২) মিঃ গর্ডন ইয়ং।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের প্রদত্ত সার্টিফিকেট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"He is a young man of very good abilities, possessing a fair knowledge of the Vernacular Literature, History, Grammar, Geography and Arithmetic. He was selected by Mr. Robinson, the Inspector of Schools of the Division for his present appointment from among some 20 candidates who passed an examination before that gentleman and he is favourably spoken of by Mr. Kemp, the late Collector who had the management of the school for a long time in his hand."

জেলার কালেক্টর Mr. F. B. Kemp সাহেবের সার্টিফিকেট নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"This is to certify that Gangadhar Ghosh aged 18 a pupil of the Mymensingh Vernacular school was examined by me on the 8th September, 1852. In reading from print and manuscript he was fluent. In History & Geography, his answers were on the whole correct and satisfactory. His theme was well written, matter good and tolerably original."

নিকট স্বর্গীয় এ, এম, বসু (৪) প্রভৃতি ছাত্রগণ পাঠ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বড় বড় লোক উচ্চ পদে থাকিয়া এদানিকও আমার সন্ধান করিয়াছেন ও বিশেষ আদর করিয়াছেন, ইহা ঐ শিক্ষকতা কার্য্যের পুরস্কার পাইয়াছি। তৎপূর্ব্বে ১৮৫৩ সনের ২রা ডিসেম্বর জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টরীতে এক একটিন মোহরের গিরি পদে নিযুক্ত ছিলাম। সেই কাজ যাওয়ার পর ১৮৫৭ সনের ১৩ই মে আটিয়ার করোষ আমিনী কার্য্যে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত করেন। কতকদিন ঐ কার্য্য করার পর আমি কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ কাজ আমার জ্যেষ্ঠ ৺সারদামোহন ঘোষ মহাশয়কে দিয়া আমি অন্যত্র কোন কাজ পাইবার জন্য ময়মনসিংহ টাউনে আসি। পরে ১৮৫৯ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে ময়মনসিংহ এডিসনেল প্রধান সদর আমিনের কোর্টে ডিক্রিজারির মোহরেরগিরি কার্য্যে একটিন নিযুক্ত হই এবং ১৮৬০ সনের ১লা মে তারিখে ঐ কর্ম্মে বহাল হই। এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই আমি আইন পড়িয়া ওকালতী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি। প্রথমে ঢাকা কমিটীতে ১৮৫৯ সনে পরীক্ষা দেই। ঐ পরীক্ষাতে সম্পূর্ণ লিখিত প্রশ্নের উত্তর ১০০ নম্বর ছিল তাহার মধ্যে ৬০ রাখিতে পারিলেই উর্দ্ধ আদালতের ও ৫০ নম্বর রাখিতে পারিলে মুন্সেফী সদর আমিনী আদালতের ওকালতী পাশ করা যাইতে পারিত। প্রথমবার যে পরীক্ষা দেই সে বৎসর লিখিত প্রশ্নের উত্তর কাগজ দেখিয়া পরীক্ষকগণ আমাকে ৯৮ নম্বর দেন এবং বাচনিক পরীক্ষায় পাশ

(৪) স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ টাউনে যাইলে, স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় সহকারে গুরুজনোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

করেন। কিন্তু সে বৎসর কলিকাতায় প্রকাশ হইল যে প্রশ্নের কাগজ ছাপাখানা হইতে চুরি গিয়াছিল, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সে বৎসর আমি ও অন্যান্য যাঁহারা পাশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তৎপরের জুলাই মাসে পুনঃ পরীক্ষা করার আদেশ হয়। তদনুসারে পরীক্ষা দিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে ১৮৬০ সনের মে মাসে মুন্সেফ সদর আমিনী কোর্টের ওকালতী পরীক্ষোত্তীর্ণ সম্বন্ধে ডিপ্লোমা দেন। তৎপর সনে (১৮৬১ সনে) পুনরায় ডিক্রিজারীর মোহরের থাকাবস্থায় উর্দ্ধ আদালতের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া ১৮৬১ সনের জুলাই মাসে পাশ হই (তৎকালে আমার বয়স ২৪ বৎসর ছিল) এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হই। ১৮৬১ সনের ১৩ই নবেম্বর ওকালতী আরম্ভ করি। এদিকে ১৮৬১ সনের ৯ই মে এডিসনেল সবজজের আপিস এবলিস হওয়াতে আমি প্রথমে সদর আমিনী ও মুন্সেফী আদালতের ওকালতী আরম্ভ করি। ২।১ মাস ঐ কাজ করার পরই ঢাকা হইতে আমার বড় আদালতের ওকালতী পাশের সার্টিফিকেট আগত হওয়ায় জেলা ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও সমুদয় ডিষ্ট্রীক্টকোর্টে ওকালতী করার জন্য জজ সাহেব ১৮৬১ সনে সনদ দেন। কতিপয় দিবস ওকালতী করার পরই ১৮৬১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর অত্র জেলার জামালপুরের মুন্সেফের কাজের একটিনীতে নিযুক্ত হই। ১৮৬৩ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মুন্সেফের কার্য্য করি (১)। তৎকালে মুন্সেফদিগের বেতন কম থাকাতে মুন্সেফী কার্য্য পাওয়ার জন্য আর কোন চেষ্টা উদ্যোগ করি নাই।

---

(১) এই সময় তাঁহার কার্য্য দেখিয়া Mr. J. C. Dodgson ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব হাইকোর্টে যে রিপোর্ট দেন তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"I sat with the Moonsiff of Pingnah at Jamalpur and heard him decide two suits and saw him write his decisions in both, I was well

তৎকালে থাকসংক্রান্ত হাকিমদের হুকুমের বিরুদ্ধে বহু মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকাতে ও আর অধিক মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করার সম্ভব হওয়াতে ওকালতী কার্য্যে বহু লাভ বিবেচনা করিয়া পুনরায় মুন্সেফী কাজ পাওয়ার চেষ্টা না করিয়া ওকালতী কার্য্যই করিতে থাকি। ওকালতী কার্য্যের আরম্ভাবধি বহু আপীলের মোকদ্দমা পাইতে থাকি, ক্রমশঃ আমার কার্য্যের প্রতি সকলের বিশ্বাস হওয়াতে আপীলের শ্রেণীর ও জাবেদা শ্রেণীর বহু মোকদ্দমায় আমি উকীল থাকি। আমি মুন্সেফ থাকাবস্থায় আমার একটী বন্ধু—সেই স্থানের ইংরেজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আমার অবসর সময়ে কিছু কিছু ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। তৎপর ওকালতী করার সময় আমার পরম বন্ধু ৺বিশ্বনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে নজীর বই পড়াইয়া ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, তিনি আমার উপকারের জন্য আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ইংরেজী কথা বলিতেন ও বলিতে চাহিতেন। এই ভাবে ইংরেজী ভাষায় কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছিল, এবং নজীর পড়িয়া বুঝিবার আমার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। আমার ওকালতী সময় মিঃ মনি সাহেব এই জেলাতে দুইবারে ক্রমে অনেকদিন জজের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হিন্দি সওয়াল জবাব বুঝিতে পারিলেও ইংরেজী বক্তৃতা করা ভালবাসিতেন। আমি ইংরেজী বক্তৃতা করিতে পারি না বলিয়া আমার নিকট দুঃখিত হইতেন, ক্রমে আপীলের

---

pleased with the orderly manner in which his court was held and I found everything in good order."

Extract from the *Annual report of the Judge of Mymensingh on the Administration of Civil Justice in 1862.*

" * * * Babu Gangadhar Ghose is a good officer, he has disposed of 1942 cases during the year, the number of appeals from him has been only 81."

মোকদ্দমায় আমাকে ইংরেজীতে সওয়াল জবাব করিবার জন্য জজ সাহেব নিতান্ত আবদ্ধ করেন ; কিন্তু আমি ইংরেজী বলিতে সর্ব্বদাই লজ্জা বোধ করিতাম, তথাপি সাহেব আমাদ্বারায় ইংরেজী সওয়াল জবাব করাইতেন। কোন একদিন এক মহিষ চুরির আপীলের মোকদ্দমায় আমি সওয়াল জবাব করিতে থাকি তখন আমার পাছে ৺কালীপ্রসন্ন চৌধুরী উকিল মহাশয় ছিলেন, তিনি কিছু কিছু সাহায্য করাতে সাহেব তাহা রহিত করিয়া দিলেন। আমার মনের কথা ইংরেজীতে একরূপ বলিলাম, সাহেব অনেক হাসাহাসি করিলেন। তৎপর সাহেব সর্ব্বদা আমাকে ইংরেজী সওয়াল জবাব করিতে বলিতেন, কিন্তু আমি বলিতে পারি না ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না এ জন্য আমার মক্কেলের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাহা অনেক সময় না বলিয়া হিন্দীভাষায় কি বঙ্গভাষায় সওয়াল জবাব করিতাম। এদিকে নানা আফিসে ও জমিদার সেরেস্তায় আবশ্যকমত পারস্য ভাষায় দলিলাদি পাঠ করিয়াছি ও আরও অনেক কার্য্য করিয়াছি বটে কিন্তু ক্রমে ঐ ভাষার লিখাপড়া লুপ্ত হওয়াতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষার লিখাপড়া অনেক ভুলিয়া যাইতে হইল।

আমি ওকালতী পাশ করার পূর্ব্বেই এক বিবাহ করি। আমার সেই পত্নীর গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল, জন্মিবার অল্পকাল পরেই ঐ কন্যাটীর মৃত্যু হয়, তৎপর আমার সেই স্ত্রীরও অভাব হয়। সেই সময় আমার শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও রুগ্ন ছিল কিন্তু প্রথম বয়স বলিয়া তাহাদ্বারায় কার্য্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় নাই। তথাপি আমি এবং এই বারের অন্যতম উকিল ৺গঙ্গাদাস গুহ পশ্চিম দেশে পরিভ্রমণ করণার্থ ও জলবায়ু পরিবর্ত্তন করণার্থ ময়মনসিংহ হইতে নৌকাযোগে কুষ্টিয়া ও তথা হইতে রেলে কলিকাতা যাই। কলিকাতা

কলিকাতাতে কয়েকদিন বাস করি, তৎপর উভয়েই পশ্চিমদেশাভি-মুখে রওনা হইয়া প্রথমতঃ বর্দ্ধমানে বাস করিয়া, বর্দ্ধমানের সমুদয় শোভাসৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য সেখানে পরিভ্রমণাদি করিতে থাকি। সেখানে বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ী, গোপালবাগ, চিরিয়াখানা ইত্যাদি ৫।৬ দিন দেখিলাম। একদিন রাত্রিতে বাসায় শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় ৺গঙ্গাদাস বাবুর (১) ওলাউঠা রোগ হওয়াতে সেখানে ডাক্তার আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় ৩।৪ দিন পরে তিনি

---

(১) টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তঃর্গত বেল্‌তা নিবাসী স্বর্গীয় গঙ্গাদাস গুহ ময়মনসিংহে ওকালতী আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। গঙ্গাদাস বাবু সুপুরুষ ছিলেন। তিনি কোর্টে যাওয়ার সময় পকেট ঘড়ির সঙ্গে একটী সোনার গার্ড চেন গলায় পরিতেন সেইজন্য সাধারণ লোকে তাঁহাকে সোনার লগুনের (পৈতার) উকীল বলিত। তিনিই ময়মনসিংহে প্রথম ইংরেজী-জানা উকীল এবং তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা ইংরেজ হাকিমেরা মনোযোগ-পূর্ব্বক শুনিতেন তাহাতে বহু মক্কেল তাঁহার নিকট যাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে প্রাচীন উকীলেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে জব্দ করার জন্য কোন কোন জটীল মোকদ্দমার আরজী ও জবাবের মুশাবিদা (draft) করার জন্য মক্কেলদিগকে তাঁহার নিকট পাঠান। গঙ্গাদাস বাবু নবীন উকীল, এসব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুর মুশাবিদায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গঙ্গাদাস বাবু নথীপত্র লইয়া রাত্রিকালে যাইয়া গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুরকে দিয়া মুশাবিদা করাইয়া মক্কেলদিগকে দিতেন। এই সূত্রেই উভয়ের মধ্যে প্রথম সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয়।

সুস্থ হওয়ার পর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে সাহসী না হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার মনন করেন, সুতরাং আমি তাঁহাকে বাধা দিতে পারি না জন্য, তিনি ও সঙ্গীয় ২ জন লোকসহ কলিকাতাতে যাই, সেখানে কতিপয় দিবস থাকার পর আমি পশ্চিমে যাইতে না পারিলে নিতান্ত দুঃখ বোধ করিব গঙ্গাদাস বাবুকে তাহা বলি। কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার হন, অথচ সঙ্গে দুই জন মাত্র লোক থাকাতে তাঁহার সঙ্গে একটী ফিরিলে একটী মাত্র আমার সঙ্গে থাকে; কেবল ঐ একটী লোক লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া অসঙ্গত মনে করিলাম। সেই সময় মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে আমার জ্যেষ্ঠতাত ভাই ৺গোবিন্দমোহন ঘোষ (১) কমিশনারের পার্শেনেল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিবার ও আমার স্বগ্রামস্থ কোন কোন লোক ছিল, মনে করিলাম তাহাদের এক জন লইয়া পশ্চিমে যাইব। এই বিষয়ে গঙ্গাদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি সঙ্গীয় লোকসহ বহরমপুর মোকামে রওনা হইয়া সেখানে পঁহুছিলাম। সেখানে ৺গোবিন্দ বাবুকে ও তাঁহার সন্তানাদি ও পরিবারবর্গ লোকজন দেখিয়া পরম সন্তোষ ও শান্তিলাভ করিলাম। সেখানে কয়েকদিন শান্তির সহিত বাস আহারাদি করিলাম, এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। তৎপর গোবিন্দ বাবুর একটী চাপরাশীকে আমার সঙ্গে লইলাম এবং

(১) গোবিন্দমোহন ঘোষ পূর্ব্বোল্লিখিত গৌরমোহন ঘোষ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। তিনি তৎকালীন কমিশনারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন ও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ থাকাকালীন ইনিও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর।"

আমার সঙ্গে যে একজন লোক ছিল, এই দুইটী লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে বাঙ্গালীটোলায় কিয়দ্দিন বাস করিতে লাগিলাম। সেখানে কয়েকদিন বাস করার পর সকলেই বলিতে লাগিল যে কাশীধামে জলবায়ু অপেক্ষা প্রয়াগতীর্থে-এলাহাবাদে বাস করিলে স্বাস্থ্যলাভ হইতে পারে। সেই অনুসারে কতকদিন কাশীবাস করিয়া এলাহাবাদ গমন করি। মোগলসরাই মোকামে রেল-গাড়ীতে উঠিবার কালে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি বলিলেন এলাহাবাদে এক ডাক্তার বাবুর বাসায় তিনি থাকেন, সেইখানে আমাকে একরাত্রি রাখিতে পারিবেন। আমি অপরিচিত স্থান বলিয়া অনেক ভরসা পাইলাম। কিন্তু এলাহা-বাদের নিকটবর্ত্তী হইলে অনেক প্রয়াগী পাণ্ডা আসিয়া জুটিল, তাহারা আমাকে অনেক আদর করিল, তজ্জন্য আমার সঙ্গীয় বাবু বলিলেন "আমার কথিত ডাক্তার বাবু আপনাকে বাসায় রাখিতে কি বলেন, তাহা বলা যায় না, অতএব আপনি পাণ্ডাদের বাড়ীতেই যান।" তখন আমি বাধ্য হইয়া বাবুরাম রামপ্রসাদের বাড়ীতে যাইতে সম্মত হইলাম। তাহারা আমার কপালে লাল ফোঁটা দিল, তৎপর ষ্টেশনে পোঁছিলে পাণ্ডা গাড়ীভাড়া করিয়া আনিল। আমি কীটগঞ্জ নামক স্থানে যমুনারধারে তাহাদের বাড়ীতে চলিলাম। উক্ত পাণ্ডা তাহাদের কীটগঞ্জের একটী বাড়ীর দুইটী ফটক ছাড়িয়া তৃতীয় ফটকের দ্বিতল ঘরে আমাকে বাসা করিবার স্থান নিরূপণ করিয়া দিল। সেখানে বাস করিতে লাগিলাম, ঐ বাসের স্থান হইতে সময় সময় বাহির হইয়া নানা-স্থানে বেড়াইতাম। কিন্তু যখনই ঘর হইতে বাহিরে বেড়াইতে যাইতাম তখনই পাণ্ডাদের একজন আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া সঙ্গে যাইত। তাহাদের নজরবন্দী কয়েদীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলাম। আমি যে

কীটগঞ্জ মোকামে যমুনার ধারে বাস করিতাম তথা হইতে দারাগঞ্জ হইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে যাইতে হয়; বাসা হইতে ত্রিবেণীর ঘাট প্রায় ৩ মাইল দূরে। তৎকালে আমার শরীর রুগ্ন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল ছিল আমি ত্রিবেণীর ঘাটে স্নানাদি করিতে যাইতে কিছু গৌণ করাতে, পাণ্ডাগণ তাহাদের লাভার্থে আমাকে ত্রিবেণীতে স্নান ও তীর্থশ্রাদ্ধ করিবার জন্য বড়ই তাগাদা আরম্ভ করিল। পরে ৮।১০ দিনের মধ্যেই স্নান ও তীর্থশ্রাদ্ধাদি শেষ করিলাম। পাণ্ডাদের প্রাপ্য টাকার সংখ্যা লইয়া নানা গোলযোগ হইল, পরে তাহাদের হাতে পড়িয়াছি বলিয়া যে বাবতে যাহা চাহিল প্রায় তাহাই দিলাম। তাহার পরেও অনেক দিন তথায় বাস করিলাম। একদিন দেখিলাম বর্দ্ধমান অঞ্চলের কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রীকে টাকার জন্য কয়েদাবস্থায় রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটীয়া পুলিশ ষ্টেসনে যাইয়া পুলিসে এতেলা দেওয়াতে ২।৩ জন পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে রাস্তা হইতে ডাক দেওয়াতে কয়েদী ব্যক্তিগণ ঘর হইতে রাস্তায় আসিল, পুলিস তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল ও তাহারা কয়েদমুক্ত হইল। তদুপলক্ষে কিছু হাঙ্গামা হইল বটে কিন্তু পাণ্ডাগণ বেশী কিছু করিতে ও অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এই ঘটনা আমি আমার বসতি দালানের উপরতালা হইতে দেখিয়া নিতান্ত ভয় পাইলাম ও ভীত হইয়া নিতান্ত অশান্তিতে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাণ্ডাগণ মৌখিক নানারকম ভদ্র আলাপ করাতে আমিও সেইভাবেই তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতাম ও কথাবার্ত্তা বলিতাম। আমার বাসা হইতে পুলিস ষ্টেসন কিছু দূরে ছিল। তৎকালে একজন মুসলমান দারোগা ছিলেন, তাঁহার তাড়নায় পাণ্ডাগণ আমাকে বেশী কিছু উপদ্রব করিতে সাহসী হইল না। তৎপর আর কতক কতক স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায়



স্বর্গীয়া পূর্ণলক্ষ্মী দে

মৃত্যু—২রা শ্রাবণ, ১৩২৮

কীটগঞ্জ মোকামে যমুনার ধারে বাস করিতাম তথা হইতে দারাগঞ্জ হইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে যাইতে হয়; বাসা হইতে ত্রিবেণীর ঘাট প্রায় ৩ মাইল দূরে। তৎকালে আমার শরীর রুগ্ন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল ছিল আমি ত্রিবেণীর ঘাটে স্নানাদি করিতে যাইতে কিছু গৌণ করাতে, পাণ্ডাগণ তাহাদের লাভার্থে আমাকে ত্রিবেণীতে স্নান ও তীর্থশ্রাদ্ধ করিবার জন্য বড়ই তাগাদা আরম্ভ করিল। পরে ৮।১০ দিনের মধ্যেই স্নান ও তীর্থশ্রাদ্ধাদি শেষ করিলাম। পাণ্ডাদের প্রাপ্য টাকার সংখ্যা লইয়া নানা গোলযোগ হইল, পরে তাহাদের হাতে পড়িয়াছি বলিয়া যে বাবতে যাহা চাহিল প্রায় তাহাই দিলাম। তাহার পরেও অনেক দিন তথায় বাস করিলাম। একদিন দেখিলাম বর্দ্ধমান অঞ্চলের কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রীকে টাকার জন্য কয়েদাবস্থায় রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটীয়া পুলিশ ষ্টেসনে যাইয়া পুলিসে এতেলা দেওয়াতে ২।৩ জন পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে রাস্তা হইতে ডাক দেওয়াতে কয়েদী ব্যক্তিগণ ঘর হইতে রাস্তায় আসিল, পুলিস তাহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল ও তাহারা কয়েদমুক্ত হইল। তদুপলক্ষে কিছু হাঙ্গামা হইল বটে কিন্তু পাণ্ডাগণ বেশী কিছু করিতে ও অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এই ঘটনা আমি আমার বসতি দালানের উপরতালা হইতে দেখিয়া নিতান্ত ভয় পাইলাম ও ভীত হইয়া নিতান্ত অশান্তিতে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাণ্ডাগণ মৌখিক নানারকম ভদ্র আলাপ করাতে আমিও সেইভাবেই তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতাম ও কথাবার্ত্তা বলিতাম। আমার বাসা হইতে পুলিস ষ্টেসন কিছু দূরে ছিল। তৎকালে একজন মুসলমান দারোগা ছিলেন, তাঁহার তাড়নায় পাণ্ডাগণ আমাকে বেশী কিছু উপদ্রব করিতে সাহসী হইল না। তৎপর আর কতক কতক স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায়



স্বর্গীয়া পূর্ণলক্ষ্মী ঘোষ

মৃত্যু—২রা শ্রাবণ, ১৩২৬ সন

আসিলাম। কলিকাতায় কতকদিন বাস করিতেছিলাম, এদিকে আমার মাতাঠাকুরাণী মহাশয়া ও আমার তৎকালের সর্ব্বাগ্রজ ভ্রাতা (১) (যিনি ময়মনসিংহের জজকোর্টের ট্রেনস্লেটার ছিলেন এবং যিনি আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন) আমাকে পুনরায় বিবাহ করাইবার উদ্যোগ করিয়া পাত্রী অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া দিলেন, এবং আমাকে নিজ বাড়ীতে আসিবার জন্য বারম্বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমার আসিতে কিছু গৌণ হইলেও আমি বিদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের জন্য বাধ্য হইয়া পুনরায় নিজ বাড়ী আড়রা মোকামে আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী মহাশয়া আমার জন্য ও আমার বিবাহের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত। আমার বিবাহের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে, পাত্রী আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, বিবাহের শুভদিন ধার্য্য হইল, নিমন্ত্রিত কুটুম্বস্বজনগণ আমার বাড়ীতে আগত হইলেন। সুতরাং পুনরায় বিবাহ করিলাম। (২) ক্রমে ২।৩ বৎসর গত হইল, পশ্চিমদেশে বেড়াইয়া শরীরে যে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিলাম তাহা আর থাকিল না, সেই জন্য বরিশালের অন্তর্গত নারায়ণপূর গ্রামে ৺স্বরূপচন্দ্র ডাক্তার নিকট চিকিৎসার জন্য গেলাম, সেখানে লালগুড়া নামক ঔষধ সেবন করিতে লাগিলাম, তাহাতে শরীরের উন্নতি বুঝিয়া

---

(১) ৺মদনমোহন ঘোষ ইনি ট্রেনস্লেটার পদ ত্যাগ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত মুক্তাগাছার বদান্য জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ষ্টেটে দেওয়ানী করিয়াছেন।

(২) জেলা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত আমড়াজুড়ী গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র বসু ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা স্বর্গীয়া পূর্ণলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন।

উক্ত ডাক্তারের বাড়ীতে মাসেক বাস করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম, পরে উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে নৌকাযোগে আমার সঙ্গে আনিলাম। ময়মনসিংহ আসার পর আরও কতকদিন চিকিৎসা করাতে আমার শরীরের উন্নতি হইল। সেই হইতেই আমার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা দূর হইয়া শারীরিক অবস্থা কিছু ভাল হইল। এই সময় আমি ময়মনসিংহ আদালত সমূহে ওকালতী কার্য্য করি, শারীরিক অবস্থা কিছু ভাল হওয়াতে বাসাতে ও কোর্টে বিস্তর পরিশ্রম করিতে পারিতাম। ইশ্বর ইচ্ছায় আমার একটী পুত্র সন্তান হইল। ক্রমে আমার অপর দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা জন্মিয়াছে। একটী কন্যার শিশুকালে মৃত্যু হইয়াছিল, অন্য দুইটী কন্যা উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়াছি। (১) সেই দুই কন্যার পুত্র কন্যাদি হইয়াছে, তাহারা রীতিমত আপন আপন বাড়ীতেই আছে। উভয় কন্যার স্বামীগণের ভূমি সম্পত্তি আছে, তদ্দ্বারায় তাহাদের সাংসারিক ব্যয় যথানিয়মে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

আমি দীর্ঘকাল ওকালতী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, ভগবানের ইচ্ছায় বড় বড় জমিদার অনেকেই আমার প্রতি ও আমার কার্য্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন (২) ও অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি সেই অনুগ্রহের ত্রুটি হয় নাই। কোন কোন ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা আমাকে

(১) প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরলার পাবনা জেলার অন্তর্গত খুকনী গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র মজুমদার সহ বিবাহ হইয়াছে অপর কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদার টাঙ্গাইল অন্তর্গত দুয়াজানী (নাগরপুর) গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুদাস বসু সহ বিবাহ হইয়াছে।

(২) তাঁহার প্রতি বড় বড় জমিদারদের অচল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত

মাসিক ও বার্ষিক বেতন দেওয়ার নিয়ম করিয়া রিটেনার করিয়াছেন,(১) সেই সকল ফিস অদ্যাপি পাইতেছি। আমি কোন কোন সময় কলিকাতা যাইয়াও মামলা মোকদ্দমার তদ্বির চালাইয়াছি, তাহাতেও

স্বরূপ দুইটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা গেল। রাজা জগৎকিশোরের মাতা পুণ্যশ্লোকা দয়াবতী স্বর্গীয়া বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরাণী যখন কাশী-বাসের জন্য মুক্তাগাছা ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি ম্যানেজার প্রভৃতিকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয়ের বাসায় যাইয়া তাঁহার বিশাল ষ্টেট রক্ষার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিয়া বলেন—"ম্যানেজার ইত্যাদি রহিল কিন্তু জগতের ষ্টেটের সম্পূর্ণ ভার আপনার, কেবল ওকালতী হিসাবে কাজ করিলে চলিবে না, ষ্টেটের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে।" পুণ্যময়ী দেবীর বাক্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

এক সময়ে তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় ছিলেন, তখন এন্‌ড্রু ইউল কোম্পানীর সিরাজগঞ্জের পাটের কলের সম্পত্তি আম্বারিয়ার (বর্ত্তমান হেমনগর) প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ক্রয় করেন। যদিও উভয় পক্ষের নিযুক্ত বড় বড় এটর্ণী কর্ত্তৃক দলিলের মুশাবিদা হয়, তথাপি হেমবাবুরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে সব মুশাবিদা ও দলিল পত্রাদি গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুরকে দেখিতে হয়।

(১) ময়মনসিংহ জেলার বহু জমিদার হইতে তিনি রিটেনার ফিস পাইতেন। তন্মধ্যে মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, আম্বারিয়ার বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী, ভবানীপুরের রায় সতীশচন্দ্র চতুর্ধুরিণ বাহাদুর, করোটিয়ার ওয়াজেদ আলী খাঁন পণি, ধলার রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী চৌধুরী বাহাদুর, ধনবাড়ীর নবাব নবাবআলী চৌধুরী খাঁন

আমাকে ফিস ও পুরস্কারী দেওয়ার সম্বন্ধে উচিত বিবেচনা করিয়াছেন (৮)।

এই অবস্থায় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৯) লিখাপড়া শিক্ষা করিয়া বি, এল পাশ করিলে এবং ময়মনসিংহ জেল্লাতে ওকালতী কার্য্যে নিয়োগ হইয়াছে। ক্রমে আমার বয়স বেশী হইতে লাগিলে, আমার হাতের মক্কেলের কার্য্য ক্রমে তাহার হাতে অর্পণ করিয়াছি। আমি পরিশ্রমাদি কম করিয়া আমার ঐ পুত্রের প্রতি ক্রমে সমুদয় কার্য্যভার

বাহাদুর, সন্তোষের রাণী দিনমণি চৌধুরাণী, দেলদুয়ারের অনারেবল অল্‌হাজী স্যার আবদুল করিম গজনবী ও মিঃ আবদুল হালিম গজনবীর মাতা ও মাতৃস্বসা স্বর্গীয়া করিমন্নেছা খানুম চৌধুরাণী ও রাহাতন্নেছা খানুম চৌধুরাণী ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের কার্য্য করিতে পারিতেন না তথাপি তাঁহারাও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। রাজা জগৎকিশোরের উকীল বলিয়া মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের কার্য্য করিতেন না তথাপি মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজা বাহাদুর যখন দিল্লীর দরবারে যান, তখন গঙ্গাধর ঘোষ ঠাকুর কলিকাতায় ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর একজন বন্ধু ও "আপনার লোক" সঙ্গে লইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন।

(৮) বিখ্যাত 'ভুবনময়ী দেব্যা বনাম রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরী' মোকদ্দমায় তিনি বহুদিন কলিকাতায় থাকিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা বহু স্থলে ব্যারিষ্টারগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন।

(৯) রায় শশধর ঘোষ বাহাদুর।

দিতে লাগিলাম, আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল, ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দ্বিতীয় পুত্রটী আবকারীর সব-ইন্‌স্পেক্টর (১) ও তৃতীয় পুত্র (২) সবডেপুটী কালেক্টর; ইহারা ভ্রাতাগণ পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করে ইহা দেখিয়া আমি আরও সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমার বেশী বয়স হওয়াতে কতিপয় বৎসর যাবৎ ওকালতীকার্য্য চালান আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছে, তজ্জন্য ওকালতী কার্য্যের যাহা শরীরে সহ্য পায় তাহাই মাত্র করি। আমার পুত্রগণ কৃতবিদ্য হইয়াছে এবং কাজ কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে ও তাহাদের পুত্রাদি সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা ও ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারাই আমার প্রধান সম্পত্তি।

আমার পুত্রকন্যাগণের সন্তানাদি হওয়াতে আমার পারিবারিক ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, আমার পুত্রকন্যাগণ ও তাহাদের সন্তান সন্ততি জীবিত থাকাবস্থায় তাহাদিগকে রাখিয়া আমার মৃত্যু হয় ইহাই মনের অভিলাষ, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে তৎসম্বন্ধে কি ঘটিবে তাহার নিশ্চয় নাই। আমার পত্নী হাঁপানী ও কাশরোগে সর্ব্বদা কাতর থাকে তাহার শরীর সর্ব্বদা দুর্ব্বল, আহারাদি বিষয়ে তাহার বিশেষ অরুচি, তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদাই লোকের প্রয়োজন। আমার বৃদ্ধাবস্থা, এই বৃদ্ধাবস্থায় লোকে স্বীয় পত্নীর দ্বারায় সেবা শুশ্রূষা হইবে বলিয়া অনেক ভরসা করে কিন্তু আমি

---

(১) বাবু করুণামোহন ঘোষ। বর্ত্তমানে আবগারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার।

(২) রায় যামিনীমোহন ঘোষ বাহাদুর। বর্ত্তমানে ডেপুটী কালেক্টর।

তাহার দ্বারায় সেবা শুশ্রূষা পাইব দূরের কথা, বরং সর্ব্বদা তাহার রুগ্নাবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া সর্ব্বদাই মনে দুঃখিত থাকি। আমার স্ত্রীর এই রুগ্নাবস্থা দীর্ঘকাল যাবত আছে। এই রোগ হইতে তাহার মুক্ত হওয়ার আশা নাই। তাহাকে নানাস্থানে নিয়া চিকিৎসা করাইলাম নানাপ্রকার তাবিজ কবচ ধারণ ও ব্যবহার করাইলাম কিছুতেই ফল হয় নাই। আমি কার্যকর্ম্ম উপলক্ষে নানাস্থানে যাই এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অধিকাংশ সময় স্ত্রীকে শয্যাশত ও রুগ্ন দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই। কি করি, ইহার মধ্যে আমার বৃদ্ধশরীরে কোন রোগ উপস্থিত হইলে আরও কঠিন অবস্থায় পতিত হইয়া থাকি। পুত্র ও পুত্রবধুগণ নিকটে থাকেন, তাহারাও ঐ অবস্থায় দুঃখিত হইয়া থাকে [illegible] আমাদের উভয়ের দীর্ঘকালের পীড়ার শুশ্রূষাদি করিয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তাহারা কোন কষ্টভোগ করার কথা কিছু বলে না, কিন্তু রোগী ও বৃদ্ধ দীর্ঘজীবি হইলে যে পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। আমার কন্যা দুইটী বিবাহ দেওয়ার পরই তাহাদের ভিন্ন বাড়ী ও ভিন্ন সংসারে যাইয়া ছেলেপিলে লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহাদের পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করার সাধ্য নাই। ফলতঃ আমাদের শুশ্রূষা সম্বন্ধে লোকজনের ও টাকাকড়ির ভরসাই বেশী।

আমি যখন মৌলবী প্রভৃতির নিকট পার্শি ও বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঠাদি করিতাম, তখন ও তৎপর স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করা কালে এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীই অধিক ছিলেন এবং তন্মধ্যে গোঁড়া হিন্দু অনেক লোক ছিলেন। সেই সময় মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অতি অল্প লোকই ছিলেন, সেই অল্প যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্কুল পাঠশালার মাষ্টার পণ্ডিত। প্রতি রবিবার এখানে হেড্‌মাষ্টার

৺ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসায় সভা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা উপাসনা ইত্যাদি হইত এবং কতকদিবস পরে অন্য কোন কোন স্থানেও উপাসনার কার্য্যাদি হইত। (১) ক্রমে ব্রহ্মোপসনার জন্য মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল (২) ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছিল, ঐ

---

(১) এ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন। "কিছুদিন পরেই (১৮৫৪ সন) ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের (স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা) বাসায় সমাজ উঠিয়া যায়। উক্ত ভগবান বাবু, ঈশান বাবু (ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার), গোবিন্দ বাবু (গোবিন্দ-চন্দ্র গুহ বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষক) এবং সুয়াপুর নিবাসী বাবু ত্রিপুরা-শঙ্কর গুপ্ত সমাজের প্রথম সভ্য ছিলেন। ...তৎকালে আদি ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতিক্রমে ব্রহ্মোপাসনা হইত এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠ ও রাজা রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য সঙ্গীত গীত হইত। প্রায় দশ বৎসর কাল এইরূপে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।.........ব্রাহ্মসমাজের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না, কোন সভ্যের বৈঠকখানায় সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।"

(২) "তখন কাছারীর সম্মুখবর্ত্তী বাসাগুলি কেরাণীপাড়া নামে পরিচিত ছিল। ইংরাজী নবিশ বাঙ্গালী কেরাণী মিলিত না, তজ্জন্য ফিরিঙ্গিদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত। উহারা কাছারীর সম্মুখ-বর্ত্তী স্থানে বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিত। ঐ কেরাণীদের একখানি বাঙ্গালা ২০০৲ টাকা মূল্যে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য ক্রয় করা হইল। এখন সেই স্থানে ঢাকার নবাব সাহেবের বাসা হইয়াছে। ১৮৬৫ সালের ১১ই মার্চ্চ হইতে ঐ স্থানে ব্রহ্মোপসনা হইতে থাকে।"

সময় আমিও ঐ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার্থ যাইতাম ও উপাসনাদি করিতাম। (১) কিন্তু তৎপরে আমার কুলগুরুঠাকুর মহাশয়ের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুমতে ধর্ম্মকার্য্য করিয়া আসিতেছি।

বঙ্গ পাঠশালায় শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে প্রথমতঃ ৺গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাসায় লিখাপড়া চর্চ্চা সম্বন্ধে (২)

“ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর” ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা।) ইহার নিকটবর্ত্তী আর একটী কেরাণীর বাঙ্গালা গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয় ক্রয় করিয়া নাটোরের বাসা হইতে উঠিয়া আসেন। এই বাড়ীতেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যাপন করেন।

(১) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার আত্মীয় গঙ্গাদাস গুহের বাটীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন যে আমি এ সব বিষয় (গঙ্গাধর বাবুর ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের বিষয়) অনেক জানি ও বলিতে পারি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গঙ্গাধর বাবুর পুরোহিত বংশের ছিলেন এবং তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। তিনি যেদিন তাঁহার উপবীত ত্যাগ করিয়া ঘরের চালের সঙ্গে রাখেন, সেইদিন বাসায় হুলুস্থূল পড়িয়া যায়; কিন্তু গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয় কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। উদার ধর্ম্মমত শেষজীবন পর্য্যন্ত পোষণ করিতেন।

(২) কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, রামকৃষ্ণ মুন্সি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি খাজাঞ্চী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রণী সভ্য ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মমতের জন্য পিতাকর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হন। “তাঁহার নিকট ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষরূপে ঋণী”। তিনি গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ঢাকায়

সভা হইত। সেখানে রবিবার বিকালবেলায় প্রত্যেকের কৃত রচনাপাঠ এবং তত্ত্ববোধিনী, প্রভাকর, ভাস্কর এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক পত্রিকা ও খবরের কাগজ পড়া হইত; এবং কোন কোন বিষয়ে জেদাজেদি করিয়া রচনা করা হইত ও তাহা কাগজে ছাপান হইত। গদ্যপদ্য নানারকম লিখাপড়ার চর্চ্চা হইত। কতকদিন পরে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (১) জমিদার মহাশয়ের এখানকার বাসাবাড়ীতে হিত-সাধিনী সভা হইত, সেখানেও ঐরূপ লিখাপড়ার চর্চ্চা হইত। কেবল বাঙ্গালা লেখাপড়ার আলোচনা হইত, সংস্কৃত লিখাপড়া হইত না;

বাস করিতেন। বহু বৎসর পরে একদিন রাত্রি ১০টার সময় গঙ্গাধর বাবুর বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করেন এবং "গঙ্গাধর কোথায়" জিজ্ঞাসা করেন। এই দীর্ঘকায় পুরুষকে উপস্থিত কেহ চিনিত না। একজন গঙ্গাধর বাবু পার্শ্বের ঘরে আহার করিতেছেন বলিয়া জানান এবং অপেক্ষা করিতে বলেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোপীকৃষ্ণ বাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরের ঘরে যেখানে গঙ্গাধর বাবু আহার করিতেছিলেন এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা ও পত্নী ছিলেন সেখানে প্রবেশ করেন। ঠাট্টা করিয়া গোপী-বাবু বলিলেন "কি আমি আসাতে জাত গেল না" এবং তাঁহার অট্টহাসিতে ঘর প্রতিধ্বনিত হয়। ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি তখন সকলকে গঙ্গাধরের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই উভয়ের বন্ধুত্বের পরিমাণ বুঝা যায়।

(১) ইনি মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার এবং ময়মনসিংহবারের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। তৎকালে এই নগরের সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন। ইহার সংগৃহীত লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ গ্রন্থ ছিল।

যাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সংস্কৃত লিখাপড়া করিতেন। ঐ সমুদয় সভাতে আমি বিশেষ লিপ্ত ছিলাম, বাঙ্গালা নানাপ্রকার বই ও খবরের কাগজ পাঠ করা ও গদ্য পদ্য রচনা করা আমার নিতান্ত রুচি হইয়াছিল। সেই কালের প্রচলিত মতে ঐ ভাবের অনেক রচনা ও কবিতা লেখাপড়া করিতাম, ও অন্যের রচনা পাঠ করিতাম এবং নিয়মিত সময়ে মৌলবীর সাহায্যে পার্শি লিখাপড়াও করিতাম। কিন্তু ঐ সকল রচনা ও সভাসমিতিতে সময় কর্ত্তন করাতে আমার সময় নিতান্তই বৃথা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া শেষে আমার বিশেষ পরিতাপ, আক্ষেপ ও দুঃখ বোধ হইয়াছিল। ঐ সময় আমার শিক্ষার জন্য উত্তম সময় ছিল। বহু লোকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাপুস্তক পড়িয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে আমি ঐ ভাবে বৃথা সময় কর্ত্তন করাতে আমার কোন সুশিক্ষা হয় নাই, ইহা আমার সম্বন্ধে সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। তখন অর্থবল বেশী না থাকাতে কেবল নানালোকের দলে মিশিয়া বাঙ্গালা লিখাপড়ার চর্চ্চা ও মৌলবীর নিকট পার্শি হিন্দি শিক্ষা করা কিছুতেই মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। আমার ঐ সময় যে বৃথা নষ্ট হইয়াছে সেজন্য আমি বড়ই কষ্টভোগ করিয়া থাকি এবং এই বৃদ্ধকালে ধর্ম্মপুস্তক পাঠের সময় সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাতেও কষ্টবোধ করিয়া থাকি।

আমি যখন স্কুলে শিক্ষকতা (১) ছাড়িয়া এডিসনেল সবজজকোর্টের

---

(১) ১৩ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর বিষয় লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "১৮৭৫ সালে তিনি ইয়োরোপ হইতে নানা বিদ্যামণ্ডিত হইয়া ময়মনসিংহ ফিরিয়া আসিলে স্থানীয় স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। সর্ব্বপ্রথমেই

ডিক্রীজারীর মোহরের হইলাম, সেই সময় আমি মনে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে কিছু পার্শি-হিন্দিশিক্ষা ও বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ হইল না, এবং অর্থ উপার্জ্জনের কোন উপায় হইল না। আদালত প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের আফিস সমুদায় যে কিছু কিছু পার্শি হিন্দি চলন ছিল এবং লিখাপড়ায় ও উকিলদের বাদ প্রতিবাদে চলিতেছিল তাহা ক্রমে উঠিয়া যাইতে লাগিল সুতরাং যে কিছু পার্শি শিখিয়াছি (১) তাহা অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল ইত্যাদি ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং মুরব্বিগণের উপদেশ মত একটু পন্থা এই দেখিলাম যে আইন কানুন নজীর ইত্যাদি পাঠ করিয়া ওকালতীর পরীক্ষা দিতে পারিলে ও উকীল হইতে পারিলে কতক পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন ও মনুষ্যত্বের পন্থা হইতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া আইনাদি পাঠ করিতে বিশেষ যাত্নিক হইলাম। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে যে

তাঁহার বাল্য-লীলার প্রিয় নিকেতন সেই হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে শিক্ষকগণ শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার টানিয়া দিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বসিলেন না ; পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন উহা আমার শিক্ষক মহাশয়ের আসন, আমি ও আসনে বসিতে পারি না।"—"ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর"। অনেক সময়ে আনন্দমোহন বলিতেন যেদিন অঙ্কশিক্ষার জন্য গঙ্গাধর বাবু তাঁহাকে বিশেষ বাধ্য করিয়াছিলেন সেই হইতেই তিনি গণিতে বিশেষ মনোযোগী হন।

(১) শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি পার্সী অনেক 'বয়েদ' মুখস্ত বলিতেন এবং অনেক প্রাচীন দলিল তরজমা ও ব্যাখ্যা শ্রেষ্ঠ মৌলবীদের ন্যায় করিতেন।

পর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় উচ্চশিক্ষা হইতে পারিত, তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে ভাল সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন সুতরাং ওকালতী পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে গ্রাহ্য হইলাম। তৎকালে আমার বয়স ২০।২২ বৎসর মাত্র ছিল। পরিশ্রম করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, দিবারাত্রি আইনাদি পাঠে মনোযোগী হইলাম। আইনাদি পাঠ করিয়া ঢাকা কমিটিতে ক্রমে তিনবার পরীক্ষা দিয়া ওকালতীর সার্টি-ফিকেট পাইয়াছি, ও তৎপরে যে ওকালতী মুন্সেফী (১) কার্য্যাদি করিয়াছি তৎতাবত কথা আমি ইহার পূর্ব্বেই লিপি করিয়াছি। ইংরেজী না জানাতে (২০) ওকালতীর শেষ সময়ে কার্য্য চালাইতে অনেক অসুবিধা

---

(১৯) নিম্নলিখিত ঘটনায় তিনি মুন্সেফী পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ওকালতী করিতে বদ্ধপরিকর হন। জামালপুরে মুন্সেফ থাকাকালীন একদিন শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতেছিলেন। সেই সময় কিছদূরে স্বর্গীয় হরিচরণ গুহ প্রভৃতি উকিলগণ পূজার সময় মক্কেলদিগের নিকট কে কত হাজার টাকা পাইলেন তাহা আলোচনা করিতেছিলেন। তখনই তিনি মনে করিলেন যে আমি আমার সামান্য ১০০৲ টাকা মাত্র বেতন লইয়া বাড়ী যাইব আর এই সব উকীলেরা হাজার হাজার টাকা লইয়া বাড়ী যাইবেন। সেই দিনই তিনি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে পূজার পর আর তিনি মুন্সেফী করিবেন না।

(২০) তিনি যদিও ইংরাজী বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন না কিন্তু ইংরেজী নজীরের বহি পড়িতেন এবং তাহাতে আইনের কূটপ্রশ্নের যে সব মীমাংসা থাকিত, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেন এবং মুশাবিদাতে তাহা কৌশলে প্রয়োগ করিতেন।

হইয়াছিল, কিন্তু ওকালতীর প্রথম ও মধ্য অবস্থায় আমার ঐ ওকালতি কার্য্যের কোন অসুবিধা ছিল না। এই দেশের অনেক জমিদার তালুকদার মহাজন ও সর্ব্বসাধারণ লোকে আমাকে ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ত্রুটি করিত না। প্রথম ও মধ্য অবস্থায় অনেক কার্য্য চালাইয়া লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়াতে ওকালতি কার্য্যের শেষাবস্থায়ও কাজকর্ম্মের অভাব ছিল না (১)। এখন আমার চতুর্থকাল, বার্দ্ধক্য বয়সে বাঁচিয়া আছি। কার্য্যকর্ম্ম করার বিশেষ শক্তি নাই, পান ভোজনাদির রুচি নাই। জীব শরীরে যে সমুদয় সুখদুঃখাদি হয় এই সময়ে তাহার মনে কেবল দুঃখ ভিন্ন কোন সুখ নাই। এই বৃদ্ধশরীর লইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাতে বিড়ম্বনা ভিন্ন সুখের কোন অবস্থাই নাই। শক্তি না থাকিলে লোকের লভ্যের আশার হ্রাস হয় না, কিন্তু অনেকদিন হইতে আমার অর্থ পিপাসা নাই, (২) কোনরূপে নিত্যব্যয়

(১) মুশাবিদা (drafting) বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রাঞ্জল ভাষায় আইনের কূটতর্ক বজায় রাখিয়া মুশাবিদা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন্। তাঁহার কৃত কবুলিয়ত ইত্যাদির মুশাবিদা এখনও অনেক জমিদারের ষ্টেটে প্রচলিত আছে। ময়মনসিংহ জেলার বহু ষ্টেটের মূল্যবান দলিল যথা—বিভাগপত্র, দানপত্র, তৌলিয়তনামা, উইল ইত্যাদি তাঁহার মুশাবিদায় প্রস্তুত। বহু আইন আদালতে বিচক্ষণ কূটতত্ত্বজ্ঞ ব্যবহারজীবি কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়াও এই সব দলিলে কোন ভুলচুক বাহির হয় নাই, অথচ এই সব দলিলে অবান্তর বা পুনরুক্তি কিছুই নাই। শেষ জীবনে মুশাবিদা ও ব্যবস্থা (consulting practice) দ্বারাও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

(২) প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি উপার্জ্জন করিলেও তিনি তাহাতে

চলিয়া গেলেই সে বিষয়ে শান্তি পাইতে পারি। কার্য্যকর্ম্ম করার শক্তি না থাকিলেও লোকের চিন্তাশক্তি বিদ্যমান থাকে যাহাদের সৎ-চিন্তা থাকে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোক যাহাদের দুষ্টচিন্তা তাহারা অপকৃষ্ট লোক। সৎকার্য্য পুণ্য, অসৎকার্য্যই পাপ। ঈশ্বর আরাধনা করা সৎকার্য্য ও ইহ পরকালের কার্য্য।

পরিবার মধ্যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, পুত্রবধূ সকলেই আছেন, এখন মনে এই চিন্তা বেশী হইয়াছে যে আমার ঐ সকল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া আমার কোন শোকতাপ ঘটিলে আমার দুঃখের দশা বেশী হইবে। সেইজন্য আমার রোগজনিত বেশী ভোগ না হইয়া সহসা মৃত্যু ঘটে তাহাই আমার পক্ষে সুখের দশা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহাও পুণ্যফল ব্যতীত হইতে পারে না (১)।

নালপ্ত ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের স্বোপার্জ্জিত সমুদায় অর্থ ও সম্পত্তির পারিবারিক বিভাগে তিনি একদিনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বরং এ বিষয় কেহ আইনের কূটপ্রশ্ন উপস্থিত করিলে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।

(১) ভগবান পুণ্যাত্মার ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনরূপ শোকক্লিষ্ট বা বিশেষ রোগগ্রস্ত ্হইতে হয় নাই।

পরিশিষ্ট (ক)।

"স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষের শেষ মুহূর্ত্ত।"

(চারুমিহির হইতে উদ্ধৃত)

* * * * * *

বিগত ১০ই শ্রাবণ শুক্রবার শুক্ল ত্রয়োদশীতিথিতে বেলা ৫টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে একখানা কালীপূজা করিবার জন্য আদিষ্ট হন এবং তাহা যথাবিহিত সম্পাদিত হয়। মৃত্যুর ২ দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে নরদেহ ত্যাগ করিবেন। মৃত্যুর দিন বেলা ৩টার সময় অবস্থা খারাপ হওয়াতে আত্মীয়স্বজন সকলে ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া তিনি সকলকে নিরস্ত হইতে বলিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন [১] অল্প কয়েকদিন হয় তিনি তাঁহার একটী বিদ্রোহী প্রজাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে জমা কমি দিয়াছেন তাহা পুনরায় বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করেন। [২] তাঁহার স্বার্থের বিরুদ্ধে একটী লোক তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে, তিনি সাক্ষী দিলে সেই লোকটীর প্রতুল হইবে। সেই লোকটীর বিষয় যেন তদ্রূপই মীমাংসা করাইয়া দেওয়া হয়। [৩] তাঁহার একখানা মানসিক কালীপূজা বাকী আছে, তাহা সম্পন্ন করিতে বলিলেন। এই তিনটী বিষয় বলিবার পর গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী বলিলেন, আমার প্রতি মালা ও নামাবলী পরাইবার আদেশ ছিল; তিনি এই কথা বলাতে গঙ্গাধর বাবু বলিলেন এখনও নামাবলী ও মালা পরান হয়

নাই ? তৎক্ষণাৎ নামাবলী গায়ে দেওয়া গেল এবং রুদ্রাক্ষের একটী মালা ডান হাতে পরাইয়া দেওয়া গেল এবং ডান হাতে তাঁহার জপের মালা দেওয়া গেল। তিনি জপ করিতে লাগিলেন। যিনি মালা বাহির করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন একটা বড় রুদ্রাক্ষের মালা এখানে আছে। তাহাতে কেহ কেহ বলিলেন ঐ মালা পরাইলে বুকে কষ্ট পাইবেন। তখন গঙ্গাধর বাবু বলিলেন উহা হইতে একটী রুদ্রাক্ষ নিয়া মালা করিয়া পরাইয়া দাও, তাহাই করা হইল।* [তখন গঙ্গাধর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ঋণ নাই তো ? তদুত্তরে পুত্রেরা বলিলেন 'না' এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন পুরোহিত বটু ভৈরব স্তব পড়ার জন্য তাঁহাকে এবং অন্য একটী ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে গায়ত্রী জপ করার জন্য তাঁহাকে গঙ্গাধর বাবুর হাতদিয়া গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী দক্ষিণা দেওয়াইলেন। এবং গলার সোণার একটী মাদুলী পুরোহিতকে গঙ্গাধর বাবুর হাতদ্বারা দেওয়ান হইল।] তৎপর তাঁহার ডানদিকে একখানি কালীমূর্ত্তি রাখিতে বলিলেন; বামদিকে পূর্ব্বেই একখানি কালীমূর্ত্তি ছিল। ঐ মূর্ত্তি রাখিলে তিনি বলিলেন "ইতি, ইতি, ইতি' ইতি, ইতি তারিখ দাও, বিদায়, অবকাশ।" তিনি তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বিদায়, অবকাশ।" স্ত্রীর হাত ধরিয়া এবং অন্য দুই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াও তাহাই বলিলেন। কালীশঙ্কর বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া নীরবে কিছুকাল ছিলেন। তৎপর সকলকে বলিলেন, "বিদায় অবকাশ, এই মোকদ্দমার এই অবকাশ, বিদায়।" তৎপর গঙ্গামৃত্তিকা গায়ে লেপন করিয়া রামনাম লিখিতে বলিলেন, তাহাই করা হইল; তৎপর গঙ্গাজল

* বন্ধনীর অন্তর্ভূত অংশ চারুমিহিরে ভুলক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল না।

চাহিয়া পান করিলেন। এই সময় নিকটস্থ আত্মীয়স্বজন কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ বিশ্বেশ্বর বলিতেছিলেন। গঙ্গাধর বাবু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিলেন "আগে তলে পরে সব এক বিশ্বেশ্বর, আগে তলে পরে সব এক বিশ্বেশ্বর, আগে তলে পরে সব এক বিশ্বেশ্বর।" তখন সকলেই বিশ্বেশ্বরের নাম বলিতে লাগিলেন। [তৎপর গঙ্গাধর বাবু বলিলেন "মা, মা, মা, মা আমার ২৯ বৎসর হয় মারা গেছেন"।]* ইহার পর গঙ্গাধর বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সন্ধ্যা হইয়াছে নাকি?" জ্যেষ্ঠ পুত্র তদুত্তরে বলিলেন "বেলা ৫টা বাজিয়াছে" তাহাতে তিনি বলিলেন "তবে, এখনও নিতে আসে না কেন" এই বলিয়া ১॥ দেড় মিনিট নীরবে ছিলেন। তৎপর সহাস্য বদনে বলিলেন "এই আসিয়াছে"। ইহার পর কিয়ৎকাল জপ করিয়া বলিলেন ["আসি, আসি, আসি]* গদাধরের পাদপদ্ম ভরসা।" এবং বামদিকে যে কালীমূর্ত্তি ছিল সেই দিকে চাহিলেন। সেইদিকে চাহিলে পর তিনবার অতি সামান্য শ্বাস কষ্ট হইল। শেষ শ্বাস কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ইহার পূর্ব্বে কোন শ্বাস কষ্ট বা কখনই শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দাদি কিছুই হয় নাই।

বন্ধুগণ হরিসংকীর্ত্তন করিয়া শুক্ল ত্রয়োদশীর বিমল জ্যোৎস্নায় তাঁহাকে শ্মশানে নিলেন। শ্মশানে স্নানের সময় দেখা গেল তিনি তখনও কর ধরিয়া জপ করিতেছেন। ব্রহ্মপুত্রের ধারে নশ্বর দেহ বিলীন হইল। ঠিক চিতা নির্ব্বাণের সময় ভগবান যেন দয়া করিয়া এক ফসলা বৃষ্টি দিলেন। চিতা নির্ব্বাণ হইলে পুনরায় জ্যোৎস্না উঠিল, বন্ধুগণ নিঃশব্দে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"

---

* বন্ধনীর অন্তর্ভূত অংশ চারুমিহিরে ভুলক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল না।

[গঙ্গাধর বাবুর মৃত্যুর পর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার পুত্রগণ নিকট দয়াপূর্ব্বক শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেক চিঠি লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত চিঠিখানা প্রকাশিত হইল।]

পরিশিষ্ট (খ)

বালীগাঁ।
পোঃ হিলচিয়া।

শ্রীমান্ বাবু শশধর ঘোষ তথা
শ্রীমান্ বাবু করুণামোহন ঘোষ।

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের দরবার উপলক্ষে নসীরাবাদ গিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম গঙ্গাধর বাবু পীড়িত আছেন কিন্তু তিনি যে তখনি চলিয়া যাইবেন এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না এমন মনে করি নাই; তারপর আমি জামালপুর থাকাকালে তাঁহার পরলোক যাত্রার কথা শুনিতে পাই। তখন অনেক দিনের পর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে এবং কিছু আক্ষেপ করি। বাড়ী চলিয়া আসিবার কালে ময়মনসিংহে বিলম্ব করিতে পারি নাই সুতরাং তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, এখন বাড়ী আসিয়া তোমাদের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে চারুমিহিরে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাতে তোমাদিগকে এই পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পিতৃমাতৃবিয়োগে শোকাতুর হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক, যে বয়সে ও যে অবস্থায়ই হউক না কেন সংসারে এমন সুহৃদের বিচ্ছেদ

সহ্য করিতে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হয় না। তোমরাও অবশ্য এই দারুণ শোকের আঘাতে ক্লিষ্ট বোধ করিতেছ সন্দেহ নাই। আমি কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনার ভিতরে আনন্দ ও আহ্লাদের বিষয় এত অধিক দেখিতেছি যে তাহার তুলনায় দুঃখশোক নিতান্তই নগণ্য বলিয়া বোধ হয়। জরা মরণশীল এই সংসারে সকলকেই মরিতে হইবে কিন্তু তোমাদের পিতা যে সুখের মরণ মরিয়াছেন এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আহা কি শান্তিতে, কি অক্লেশে, কি নিরুদ্বেগে, কি আনন্দ উল্লাসে গঙ্গাধর বাবু স্বর্গযাত্রা করিয়াছেন! কেবল ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুসজ্জনের পক্ষেই এরূপ শান্তিপ্রদ সজ্ঞান মৃত্যু সম্ভবপর।

গঙ্গাধর বাবু যখন জামালপুরে মুন্সেফ হইয়া গিয়াছিলেন তখন আমি তথাকার স্কুলের ছাত্র ছিলাম। সেকালে আদালতের কাছারী হইত পল্টনে। এখন যে স্থানে মেলা হয় তাহার পশ্চিমে সুন্দর একটা বাঙ্গালা ছিল তাহাতেই মুন্সেফের কাছারী হইত। একদিন কাছারী বরখাস্ত করিয়া তিনি কয়েকটি উকিলের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন, আমি তখন যাইয়া শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুহ উকিল মহাশয়ের কাছে কিছু বলিতেছিলাম, গঙ্গাধর বাবু তাহা শুনিয়া গুহ মহাশয়কে বলিলেন "বড় মিষ্টি, আপনি ইহার সঙ্গে আরও আলাপ করুন।" আজ এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশান্ত ও প্রসন্ন মূর্ত্তি বার বার আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সহিত অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে, সর্ব্বদাই দেখিয়াছি প্রশান্ত ও প্রসন্ন। সংসারে লোভনীয় ও স্পৃহনীয় সকল সুখ সম্ভোগ করিয়া ধনে জনে সুখ স্বচ্ছন্দে পরিবারটী পরিপূর্ণ রাখিয়া তিনি পরিণত বয়সে সজ্ঞানে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহার সেই 'এক বিশ্বেশ্বর' তাঁহাকে পরম সুখে রাখিবেন। তোমাদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়া

তোমাদের চরিত্র সুগঠিত করিয়া সর্ব্বোপরি নিজে সংসারযাত্রার কার্য্যে লিপ্ত থাকা কালে নির্ম্মল ও সাধু জীবন যাপন করিয়া তোমাদের সাক্ষাতে যে পবিত্র দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল চিন্তা করিলে কি আর আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া শোকে অভিভূত হইতে পার? "তবে এখনও নিতে আসে না কেন?" "এই আসিয়াছে" এরূপ ভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে, এরূপভাবে স্ত্রী পুত্রের সহিত প্রফুল্লচিত্তে কোলাকুলী করিয়া বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কেহকে দেখি নাই। এমন পিতার পুত্রকন্যাগণ ধন্য, এমন পতির পত্নী চিরধন্যা। এমন মৃত্যু সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। জগদীশ্বর নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদে সুখে থাক এবং তোমাদের পিতৃদেবের উপযুক্ত কীর্ত্তি স্থাপন কর। তাঁহার সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জীবনে মরণে উন্নতির পথে অগ্রসর হও।

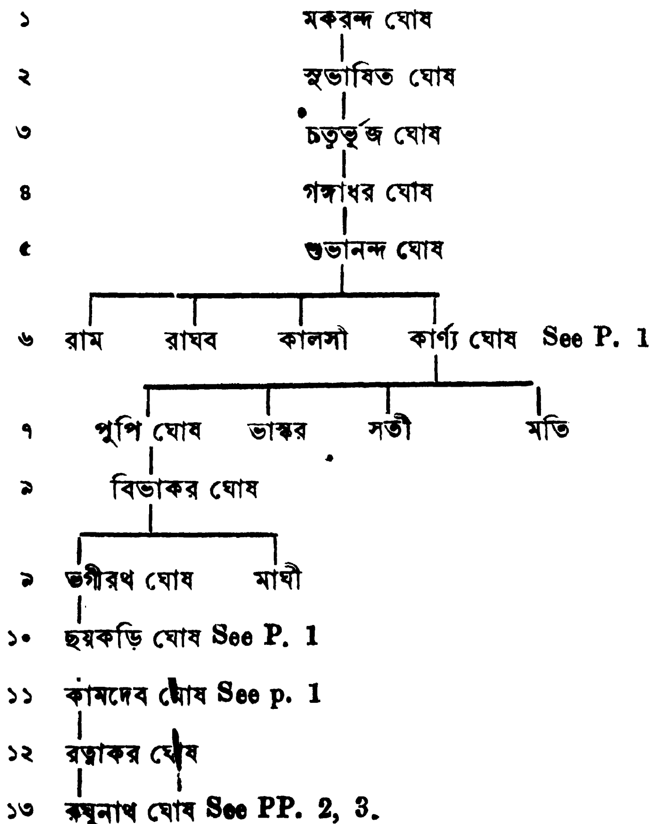
অধিক আর কি লিখিব। আশীর্ব্বাদ করিও তোমাদের পিতা যেরূপ সুখের মরণ মরিয়াছেন, অন্তিমকালে যেন সেইরূপ প্রফুল্ল মনে ও প্রশান্তচিত্তে ইহধাম হইতে বিদায় লইতে পারি। তোমরা তোমাদের পিতার সুসন্তান। আমি ভরসা করি তাঁহার আদেশ ও উপদেশ-সকল তোমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিবে। তোমাদের ঘনিষ্ঠআত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেক আছেন যাঁহারা এই উপলক্ষে তোমাদিগকে অনেক সান্ত্বনা ও উপদেশ দিবেন। আমি নিঃসম্পর্কিত ও দূরস্থ বলিয়া এবং আমার সান্ত্বনা ও উপদেশও উল্টা রকমের বলিয়া যদি তোমাদের কাছে সমাদৃত না হয় তাহাতেও আমি দুঃখিত হইব না। আমার কার্য্য আমি করিয়া সুখী হইলাম। ইতি ১৩১৯ সন, তারিখ ৩রা ভাদ্র।

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

আদাজানের ঘোষবংশের বংশ পত্রিকা

বীজপুরুষ হইতে

একাদিক্রমে পর্য্যায়



পর্য্যায়

১৩ রঘুনাথ

১৪ বাণীনাথ 'থ ঘোষ See PP. 3, 4.

১৫ রমানাথ প্রকাশ শ্যামবল্লভ | রতীনাথ (নিঃসন্তান) | যদুনাথ | রূপনাথ ওরফে রূপনারায়ণ See 1. 8

১৬ রামভদ্র প্রকাশ জানকী বল্লভ | রাঘবরাম প্রকাশ রামবল্লভ

১৭ রুদ্রবল্লভ | কৃষ্ণবল্লভ ঘোষ

১৮ প্রাণশুক | রামশঙ্কর ঘোষ | জয়দেব | গদাধর | অমররাম

১৯ বিশ্বেশ্বর | রাধাকান্ত | সদাশিব ঘোষ | লোক নাথ | গোপী কান্ত | ভব নাথ | মোহনলাল

২০ জগমোহন | গৌরমোহন (সরকারী উকিল) | কালীভৈরব ঘোষ (উকিল)

পর্য্যায়—২০

কালীভৈরব ঘোষ (উকিল)

21 — ১ রাজমোহন, ২ গোলকমোহন, ৩ মদনমোহন, ৪ কৃষ্ণমোহন, ৫ মহেশ্চন্দ্র, ৬ সারদামোহন (উকিল), ৭ **গঙ্গাধর ঘোষ** ৫ই চৈত্র, ১২৪৩-১০ই শ্রাবণ, ১৩১৯, ৮ বিদ্যাধর, ৯ রামচন্দ্র, ১০ নামকরণের পূর্ব্বে মৃত্যু, ১১ শিবচন্দ্র

২২ (গঙ্গাধর ঘোষের পুত্রগণ) — রায় বাহাদুর শ্রীশশধর বি-এল্ (উকিল) *, শ্রীকরুণামোহন (ইন্‌স্পেক্টার) †, রায় বাহাদুর শ্রীযামিনীমোহন বি-এ, (বি-সি-এস্) ‡

২৩ (শ্রীশশধরের পুত্রগণ) — ১ অরবিন্দ, ২ পবিত্রকুমার বি-এল্, (উকিল), ৭ জ্যোৎস্না প্রকাশ, ৮ জ্যোতি প্রকাশ, ১০ কল্যাণ, ১১ অনিল

২৩ (শ্রীযামিনীমোহনের পুত্রগণ) — ১ সুকুমার বি-এ, ৪ সুনীলকুমার, ৫ সুশীলকুমার, ৭ সুবীরকুমার

২৩ (শ্রীকরুণামোহনের পুত্রগণ) — ১ পরিমল, ৬ হরিদাস, ৭ শিবদাস, ৮ দেবদাস, ৯ তারাদাস

* শ্রীশশধর ঘোষ মহাশয়ের কন্যাগণের নাম—৩ ইন্দুমতী, ৪ বিভাবতী, ৫ লীলাবতী, ৬ বীণাপাণি, ৯ ইন্দিরা ও ১২ আলোরাণী।

† শ্রীকরুণামোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যাগণের নাম—২ রেণুকা, ৩ যূথিকা, ৪ তরলিকা ও ৫ নীহারিকা।

‡ শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যাগণের নাম—২ প্রভাবতী, ৩ ইলাবতী, ৬ নমিতা, ৮ গীতা।